ভোরের কাগজ

5 FEB 20 3

শিক্ষক সমিতির ৭ দফা দাবি ঘোষণা

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে সমিতির প্রতিনিধিত্ব দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলনে দেশে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং প্রণয়ন কমিটিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সহপ্রধান শিক্ষকের উচ্চতর বেতন স্কেল দেওয়া, অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক চাকরি বিধি প্রবর্তন করাসহ সাতটি দাবি উপস্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি উপস্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কয়েকটি জরুরি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম, যুগ্ম সম্পাদক আবুবকর সিদ্দিক, সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন ভূঞা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক কে এম আবুল হাসান এবং কোষাধ্যক্ষ আবদুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করে ১০০ ভাগে উন্নীত করায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেননি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালে পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে অবসর ভাতা দিয়েছেন, কিন্তু কোন সাল থেকে কি হারে অবসর ভাতা দেওয়া হবে অথবা যাদেরকে এ ভাতা প্রদান করা হয়েছে তার ভিত্তি বা নিয়মকানুন, হার কিছুই জানানো হয়নি। এতে করে শিক্ষকদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ১৯৯২ সালে আগের মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে সেজন্য ২৯ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন, তাই নেতৃবৃন্দ ১৯৯২ সাল থেকে অবসরভাতা প্রদানের দাবি জানান।

স্বাধীনতার পর ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিত্ব থাকলেও বর্তমানে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নতুন কমিটিতে প্রতিনিধি না রাখায় সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

কমিটিতে কেন শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি-এই প্রশ্নের জবাবে সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান বলেন, সরকার কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আমরা জানি না। তবে বর্তমান সরকার আমাদেরকে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি থেকেও বাদ দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে পঞ্চমবারের মতো আবেদন জানিয়েও আজ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে

● শেষের পাতার পর

হয়েছি। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বর্তমান বেতন স্কেল অনুযায়ী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া এবং সরকারি স্কুল শিক্ষকের অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মেডিকেল ভাতা ৩০০ টাকা এবং দুইটি উৎসবভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়া প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বহু আগের বেতন স্কেল অনুসারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারি শিক্ষকদের উৎসব ভাতা ৩০০ টাকায় উন্নীত হলেও, বেসরকারি শিক্ষকদের এ ভাতা দেড়শো টাকাতেই পড়ে আছে। নেতৃবৃন্দ আসন্ন ঈদেই যেন এ হারে উৎসবভাতা দেওয়া হয় সেজন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

বর্তমানে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘভাতার দাবি জানিয়েছেন। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি, শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা কমিটিসহ শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কমিটি ও উপকমিটিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কামরুজ্জামান খুরশীদ প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, এস্টেনশনপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বেতনের সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সংশোধন করে সৃষ্ট ও শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সংখ্যা বর্ধিত করারও দাবি জানানো হয়েছে।